যুগান্তর

তারিখ 20 JAN 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

সেদিন কী ঘটেছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়

বিনা চিকিৎসায় মারা যায় মাদ্রাসাছাত্র মাসুদ

নেসারুল হক খোকন ও মনির হোসেন,
ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে

জেলার জামিয়া ইউনুছিয়া মাদ্রাসার সামনের গেটে সাঁটানো ব্যানারে লেখা রয়েছে 'ছাত্রলীগ-যুবলীগ সন্ত্রাসীদের বুলেটের আঘাতে শহীদ মাসুদুর রহমান হত্যাকারীদের বিচার চাই।' তবে নিহত মাদ্রাসাছাত্র মাসুদুরের বড় ভাই মাওলানা মো. মামুনুর রশীদ দিয়েছেন ভিন্ন তথ্য। যুগান্তরকে তিনি বলেন, 'পুলিশের পিটুনিতে তার ছোট ভাই মারা গেছে। পুলিশ চারতলা থেকে তার ভাইকে নিচে ফেলে দিয়েছিল। আহত হওয়ার পরও অনেকক্ষণ সে জীবিত ছিল। কিন্তু পুলিশি ব্যারিকেড থাকায় তাকে হাসপাতালে নিতে পারেনি। এসব তথ্য তাকে মাদ্রাসাছাত্ররা জানিয়েছে।'

মাদ্রাসাছাত্রদের তাণ্ডব ছিল ভয়াবহ

পুলিশ ও ছাত্রলীগের বিরুদ্ধেও অভিযোগ আছে

নিহতের ভাই মামুনুর রশীদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী সরেজমিন ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতালে গিয়ে দেখা যায়, ১১ জানুয়ারি রোগী ভর্তির ডায়েরিতে নিহত মাসুদুর রহমানের নামের পাশে ভর্তির সময়সূচিতে লেখা রয়েছে রাত ২টা ৪৫ মিনিট। আরও বলা হয়েছে, 'ব্রট ডেথ'। অর্থাৎ হাসপাতালে আনার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। একই তথ্য দিলেন পোস্টমর্টেম প্রস্তুতকারী চার সদস্যবিশিষ্ট বোর্ডের অন্যতম সদস্য সদর হাসপাতালের আরএমও ডা. রানা নুরুস শামস। এ বিষয়ে জানতে চাইলে সোমবার রাতে তিনি যুগান্তরকে বলেন, মাসুদুর রহমানের পোস্টমর্টেম রিপোর্ট চূড়ান্ত করার আগে চার সদস্যের একটি বোর্ড গঠন করা হয়। জখমজনিত কারণে মৃত্যু হয়েছে তার। তবে কি কারণে জখম হয়েছে এটা তদন্তকারী সংস্থা ছাড়া বলা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, 'তার বুকের বাম দিকে কালো দাগ ছিল। বুকের একটি হাড় ভাঙাসহ বামপাশের লাঙস

মাসুদ : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৬

P.T.O